ঝিনাইদহে ৬’শ পরিবারের মাঝে শিশুখাদ্য বিতরণ

ঝিনাইদহে অসহায় ৬০০ পরিবারের মাঝে শিশুখাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ পৌরসভা চত্বরে এ শিশুখাদ্য বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদি হিজল।

সে সময় পৌরসভার প্যানেল মেয়র সাইফুল ইসলাম মধু, সচিব মোস্তাক আহম্মেদসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা। পরে দিনভর শহরের বিভিন্ন এলাকার ৬০০ শিশুর জন্য উন্নতমানের শিশুখাদ্য বিতরণ করা হয়। আয়োজকরা জানায়, ১ দিন থেকে ২ বছর বয়সী শিশুদের পুষ্টিহীনতা দূর ও শিশুদের খাবার হিসেবে প্যাকেটজাত দুধ বিতরণ করা হয়।

শিশুখাদ্য পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন হতদরিদ্র পরিবারগুলো।

কোটচাঁদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেরামতের কাজে অনিয়ম

কোটচাঁদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামতের কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে । কাজ শেষ না করেও প্রত্যয়ন নিয়ে টাকা তুলে নিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরা। প্রত্যয়ন দিয়ে অর্থ বানিজ্যের অভিযোগও রয়েছে প্রকৌশলী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ওই কর্মকর্তা।
জানা যায়,২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে কোটচাঁদপুর উপজেলার ৮ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ক্ষুদ্র মেরামতের জন্য ২ লাখ টাকা করে বরাদ্ধ পান। যার মধ্যে রয়েছে,কোটচাঁদপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়, দক্ষিণ বলুহর প্রাথমিক বিদ্যালয়, বহিরগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পশ্চিম কাগমারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সলেমানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দুতিয়ার কুঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গুড়পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইকড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।
বিদ্যালয়গুলো ভ্যাট আইটি কেটে ১ লাখ ৭৪ হাজার টাকা হাতে পেয়েছেন

বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা। যা দিয়ে তারা কাজগুলো করেছেন। বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৫ টি বিদ্যালয় কাজ শেষ করে বিল তুলতে পেরেছেন।
তবে প্রত্যায়ন নিয়েও বিল তুলতে পারেননি ২ টি বিদ্যালয়। এরমধ্যে কোটচাঁদপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় ও দক্ষিণ বলুহর প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ ছাড়াও কাজ শেষ না করেও প্রত্যায়ন নিয়ে বিল তুলেছেন বহিরগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। অন্যদিকে আটকে গেছেন কোটচাঁদপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়।
এ ব্যাপারে বহিরগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আরজিনা খাতুন বলেন,সামান্য একটু কাজ বাকি ছিল। এ কারনে প্রত্যয়ন নিয়ে বিল তুলেছি। অফিস ম্যানেজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি তাদের তেমন কোন টাকা দেয়নি। বিদ্যালয়ে এসেছিল, তাই তেল খরচ দিয়ে ছিলাম। কোটচাঁদপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাধা রানী বলেন, আপনারা বোঝেন তো অফিসকে কিছু দিতেই হয়। তবে তিনি কত দিয়েছেন সেটা এ প্রতিবেদককে পরে বলবেন বলে জানান। সলেমানপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মরিয়ম খাতুন বলেন, আমি টাকা দিচ্ছিলাম না। সবার শেষে ১ হাজার টাকা দিয়েছি। আর প্রক্কলন তৈরির জন্য অফিসকে ৫ শ টাকা দিয়েছি।
এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধান্ত কুমার কুন্ডু বলেন, জুন মাস হওয়ায় আমার বিদ্যালয় গুলোয় যাওয়া সম্ভব হয়নি। আমার এসও ও সার্ভেয়ার বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শন করে, আমাকে এসে বলেছেন সব কিছু ওকে আছে। এরপর প্রত্যয়ন দেয়া হয়েছে। তবে সবগুলো বিদ্যালয়ের দেয়া হয়েছে কিনা সেটা আমাকে দেখে বলতে হবে। প্রকৌশলীকে ম্যানেজ করে প্রত্যয়ন নেয়া হয়েছে এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, এতে আর ম্যানেজের কি আছে। তিনি বলেন, আপনারা যে অভিযোগ তুলেছেন, সেটা আমি স্বরজমিনে গিয়ে দেখছি। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাকি সালাম বলেন,২০২৩/২৪ অর্থ বছরে এ উপজেলার ৮ টি বিদ্যালয় ক্ষুদ্র মেরামতের টাকা পেয়েছেন। এর মধ্যে ২ টি বিদ্যালয়ের আংশিক কাজ বাকি ছিল, যেটা আমি দেখে ছিলাম।
তবে আমার পরিদর্শনের আগেই তারা অফিস থেকে প্রত্যায়ন নিয়েছেন ওই কাজের। আর দক্ষিণ বলুহরের কাজ ভাল না করেও প্রত্যায়ন নিয়েছেন। তবে তাঁর বিল আটকে দেয়া হয়েছে। তিনি আমাকে বলেছেন টাকার তুলনায় বেশি কাজ করেছেন। যা তিনি নিজের পকেট থেকে খরচ করেছে ন। তবে কাজের মান ভাল না করা পর্যন্ত বিল ছাড় করা হবে না।
তিনি বলেন, আমি বিদ্যালয়গুলো পরিদর্শনের সময় জানতে পারলাম, শিক্ষকরা ইঞ্জিনিয়ার অফিসকে ম্যানেজ করে প্রত্যয়ন নিয়েছেন। আমি শিক্ষকদের বলেছিলাম তারা তো কোন কাজ করে নাই, কেন তাদেরকে ৪ হাজার, ২ হাজার করে টাকা দিবেন। তারা আসলে তেল খরচের জন্য ১ হাজার টাকা দিতে পারেন। ওনারা আমাকে না জানিয়ে ইঞ্জিনিয়ারকে ৪ হাজার ও হিসাব রক্ষন অফিসকে ২ হাজার করে টাকা দিয়েছেন।
বিষয়টি নিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মোবাইলে বার বার

যোগাযোগ করেও কথা বলা সম্ভব হয়নি।

ঝিনাইদহে আবাসিক এলাকায় অপরিকল্পিত গরুর খামার

ঝিনাইদহ পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের উপশহর পাড়া এলাকায় এলাকায় যত্রতত্র নির্মাণ করা হয়েছে গরুর খামার। বাতাসের সাথে ছড়ানো গোবরের দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে এলাকাবাসী। বায়ু দূষণসহ মানুষকে নানা রকম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

জানা যায়, খামার প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে দুর্গন্ধের কারণে ঐ এলাকায় কেউ বাসা ভাড়া নিতে চায় না। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে অধিকাংশ ভাড়াযোগ্য বাড়ি খালি থাকছে। অনেকে আবার নিজ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করছে। এছাড়াও গোবর-চুনা ও খামারের কারণে আশেপাশের বাড়িতে অবস্থানরত মানুষেরা দুর্বিসহ জীবন-যাপন করছে। গোবরের চুনার দূর্গন্ধে খাবার টেবিলে বসে খাওয়ার মতো পরিবেশ টুকু ও নেই। খামারের দুর্গন্ধে এলাকায় বসবাস করা দায় হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা পরিবেশ দূষণ ও জনদূর্ভোগের হাত থেকে রেহাই পেতে বারবার অভিযোগ দেবার পর মালিকদের দারস্থ হয়েও কোনো ফল পাননি।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ওই এলাকার বাস মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি মরহুম উজ্জ্বল বিশ্বাসের শ্বশুর জাহাঙ্গীর নিয়মনীতি না মেনে পরিবেশ দূষণ করে গরুর খামার স্থাপন করেছেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, জাহাঙ্গীর তার নিজ জমিতে নারায়ণ বিশ্বাসের বাড়ি সংলগ্ন দক্ষিণ পাশে গরুর একটি খামার স্থাপন করেছে। খামারটির আশপাশে মলমূত্র ও গোবর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। ওই গোবর, ময়লা- আবর্জনা খামারের পাশেই কোন রকম গর্ত করে ফেলা হচ্ছে। এছাড়া আবাসিক এলাকায় অবস্থিত খামারের মলমূত্র, পানিনিষ্কাশন ও বর্জ্য অপসারণের তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। খামারের চারপাশে রয়েছে বসতবাড়ি। এসব বাড়ি থেকে তীব্র দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া

সামান্য বৃষ্টিপাতে মলমূত্র ও গোবর পানির সাথে মিশে পচা দূর্গন্ধ ছড়ানো সহ মশা-মাছির উপদ্রব বেড়ে চলেছে।

পৌরসভার বিদ্যমান নীতি ও আইন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫’র সুনির্দিষ্ট আইন থাকা সত্বেও এমন ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় গরুর খামার স্থাপনে বিদ্যমান আইনকে উপেক্ষা করা হচ্ছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে, স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, ‘আমার বাড়ির পাশেই গরুর খামার। গরুর গোবর ও মলমূত্র থেকে সব সময় দুর্গন্ধ ছড়ায়। বসবাস করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে।

খামারের পাশের বাড়ির এক ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, দুর্গন্ধে আমাদের পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে বসবাস করতে পারছেনা। নোংরা পরিবেশের কারণে মশার উপদ্রপ বেড়েছে। যা ডেঙ্গু বিস্তারের অন্যতম কারণ। আমরা এর স্থায়ী প্রতিকার চাই।

ওই এলাকার বাসিন্দা উপজেলা স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নারায়ণ বিশ্বাস বলেন, দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে আমাদের এই ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। গরুর খামার ও গোবরের দুর্গন্ধে নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র বসবাস করছি। এ বিষয়ে পৌরসভায় একাধিকবার অভিযোগ দিয়েও কোন সুরাহা মেলেনি। গরুর খামার মালিক জাহাঙ্গীরের সাথে যোগাযোগ করে ব্যর্থ হবার পর তার এক নিকটাত্মীয়ের মাধ্যমে বিষয়টি অবগত করা হয়।

এ বিষয়ে পৌরসভার মেয়রের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তার ব্যক্তিগত সহকারী জানান, স্যার ঢাকায় আছে। ঢাকা থেকে আসার পর কথা বলতে পারবেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোঃ মুন্তাছির রহমান জানান, জনগণের ভোগান্তি ও দূর্ভোগ সৃষ্টি করে আবাসিক এলাকায় গবাদিপশু পালনের কোন সুযোগ নেই। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কে ফোন দিলে তিনি মুঠোফোনটি রিসিভ করেননি। এ বিষয়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডাঃ মনোজিত কুমার মন্ডল বলেন, এ বিষয়ে কোন লিখিত অভিযোগ পায়নি। এটা স্থানীয় সরকারের কাজ। যদিও আবাসিক এলাকায় গরু পালন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ তবুও কেউ যদি গরু পালন করতে চাই সেক্ষেত্রে জনগণের যেনো কোনো ক্ষতি না হয় সে বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

পৌরসভার আবাসিক এলাকায় বে-আইনীভাবে গড়ে ওঠা পরিবেশ বিধ্বংসী গরুর খামারের ব্যাপারে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন

ভুক্তভোগী এলাকাবাসী।

ঝিনাইদহে স্কুল মাঠ দখল করে সড়কের নির্মাণ সামগ্রী, স্বাস্থ্যঝুকিতে শিশু- শিক্ষার্থীরা

শিশু শিক্ষার্থীরা যে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করে আনন্দের সাথে খেলবে, সেই মাঠ জুড়ে খেলার পরিবর্তে রাখা হয়েছে সড়কের নিমার্ণ সামগ্রী। খেলাধুলাতো বাদই দিলাম বালু, ইটের ধুলা আর বিটুমিনের দুর্গন্ধে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে শিশুরা পড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকিতে। শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন ময়লা-মাটি মেখে বাড়িতে ফিরছে আর ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে অভিভাবকদের মধ্যে। এই অভিযোগ উঠেছে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার খড়াশুনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ওই স্কুলের মাঠ দখল করে চলছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের কাজ। স্কুল মাঠ ভাড়া দিয়ে সড়কের নির্মাণ সামগ্রী রাখার অভিযোগ উঠেছে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, স্কুলের খেলার মাঠে সড়ক সংস্কারের নির্মাণ সামগ্রী রাখা হয়েছে। মাঠের একটি বড় অংশজুড়ে ফেলে রাখা হয়েছে পাথর। মাঠজুড়ে ছড়িয়ে আছে পাথরের কুচি। মাঠের ভেতর রয়েছে ভারী-ভারী যন্ত্র। মাঠের মধ্যে ওঠা-নামা করছে পাথরবোঝাই ট্রাক ও ভারী যন্ত্র। মাঠটির পশ্চিম পাশে রাস্তার সাথে পাথর-বালু মিশ্রণের জন্য প্লান্ট মেশিন বসানো আছে। বিকট শব্দে চলছে সেটি। রাস্তার সাথে মাটি খুঁড়ে পিচ (বিটুমিন) গলানোর চুলা স্থাপন করা হয়েছে। নির্মাণ সামগ্রীর ধুলাবালি এবং বিটুমিন গলানোর কাজে ব্যবহৃত টায়ার পোড়ানোর তীব্র কালো ধোঁয়ায় যেন ওই এলাকা আচ্ছন্ন হয়ে উঠছে। এতে করে মাঠের চরম ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি শিশু শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে অসুবিধাসহ শিশু-কিশোরদের খেলাধুলা বন্ধ হয়ে গেছে। এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ফলে

স্থানীয় বাসিন্দা ও বিদ্যালয়ের শিশু কিশোর শিক্ষার্থীরা পড়েছে চরম স্বাস্থ্যঝুঁকিতে।

জানা যায়, কালীগঞ্জ উপজেলার জামাল ইউনিয়নের তৈলকুপা স্কুল মাঠের সামনের রাস্তার কাজ চলছে। যা খড়াশুনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে ৪/৫ কিলোমিটার দুরের পথ।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতির কাছে জানতে চাইলে তারা বলছেন তাদেরকে না জানিয়ে এগুলো করা হচ্ছে। শুক্রবার রাতের আধারে এটি ফেলা হয়েছে। তারা উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে মৌখিকভাবে জানিয়েছেন।

মাঠ সংলগ্ন খড়াশুনী গ্রামের বাসিন্দা মেহেদী হাসান ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, স্কুলের খেলার মাঠে নির্মাণ সামগ্রী রাখাসহ পরিবেশ দূষণকারী টায়ার পুড়িয়ে বিটুমিন গরম করার সময় দুর্গন্ধে এলাকায় থাকা দায়। প্রতিবাদ করেও কোনো কাজ হয়নি। আশপাশের এলাকার ভেতরে ছেলে মেয়েদের একটি মাত্র খেলাধুলার মাঠ এটি। সেটাও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক টাকার বিনিময়ে ভাড়া দিয়েছেন বলে শুনেছি। খেলার মাঠ বন্ধ থাকায়, শিক্ষার্থীরা খেলাধুলা করতে পারছে না। স্কুল মাঠ দখল করে সড়কের নির্মাণ সামগ্রী রাখার প্রতিবাদ জানিয়েছেন অনেকে। তারা প্রশাসনের কাছে এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।

এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নওশের আলী, ফরিদ হোসেন মানিক, স্থানীয় হযরত আলী বিশ্বাস ও ব্যবসায়ী রিপন বিশ্বাস এ ঘটনার আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

এ বিষয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে এই প্রতিবেদককে সংবাদ না ছাপানোর জন্য বলা হয়। এছাড়াও বলেন তারা দু’একদিনের মধ্যে সকল মালামাল সরিয়ে নিবে।

নলডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম রিপন জানান, বিষয়টি আমি অবগত আছি। তাদেরকে একাধিকবার বলার পরেও তারা কোন গুরুত্ব না দেওয়ায় এলাকাবাসীর মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার খালেকুজ্জামান জানান, বিষয়টি প্রধান শিক্ষক আমাকে জানিয়েছেন। আমি ছুটিতে থাকায় ব্যবস্থা নিতে পারছি না। অফিসে এসে বিষয়টি দেখব।

ঝিনাইদহে শ্রমিক ইউনিয়নের মৃত সদস্যের পরিবারে এককালিন আর্থিক অনুদান প্রদান

ঝিনাইদহ জেলা বাস, মিনিবাস, কোচ ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের মৃত সদস্যের পরিবারকে এককালিন ২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

আজ বুধবার (১০জুলাই) সকাল ১১টার শ্রমিক ইউনিয়নের নিজস্ব কার্যালয়ে আলোচনা সভার মাধ্যমে এই ৬টি পরিবারের মাঝে এই অনুদান প্রদান করা হয়।

জেলা বাস, মিনিবাস, কোচ ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ওয়ালিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাহেদী ফাউন্ডেশনের প্রধান সমন্বয়কারী তবিবুর রহমান লাবু।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বাস, মিনিবাস, কোচ ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যকরী সভাপতি এস.এম.আবু সাইদ, সহ-সভাপতি অলিয়ার রহমান, আমির ফয়সাল মহব্বত, মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান খোকন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হানিফ খান, সহ-সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, আত্তাপ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক খাইরুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, দপ্তর সম্পাদক টুলু বিশ্বাস চুন্নু, প্রচার সম্পাদক ফিরোজ আলী, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মিজানুর রহমান লিটন, শ্রম কল্যাণ সম্পাদক আনিচুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম, সড়ক সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, কার্যনির্বাহী সদস্য মশিয়ার রহমান, মফিজুর রহমান সুমন, বিল্লাল হোসেন, দিলীপ কুমার হোড়, আঃ বারিক, কামরুজ্জামান।

আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি বাস, মিনিবাস, কোচ ও মাইক্রোবাস শ্রমিক ইউনিয়নের মৃত সদস্যের ৪টি পরিবারকে নগদ ২৫ হাজার করে ও ২টি পরিবারকে ৫০ হাজার করে মোট ২ লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন।

ঝিনাইদহে অস্ত্র মামলায় এক ব্যক্তিকে ১৭ বছরের কারাদন্ড

ঝিনাইদহে অস্ত্র মামলায় আলমগীর হোসেন নামের এক ব্যক্তিকে দুটি ধারায় ১৭ বছরের কারাদন্ড দিয়েছে আদালত। বুধবার দুপুরে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক মোঃ আব্দুল মতিন এ রায় দেন। দন্ডপ্রাপ্ত আসামী আলমগীর সদর উপজেলার বড় মান্দার বাড়িয়া গ্রামের আজিবর বিশ্বাসের ছেলে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলার আসামী আলমগীরকে পুলিশ রিমান্ডে এনে মামলার মুল ঘটনা ও রহস্য নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এক পর্যায়ে পূর্বের তথ্য অনুযায়ী জিজ্ঞাসাবাদ করলে আসামীর নিকট অবৈধ অস্ত্র আছে বলে স্বীকার করে। পরে আসামীর গ্রামের বাড়ি মান্দার বাড়িয়া গ্রামে ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসের ১২ তারিখ পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে। অভিযানকালে আসামীর বাড়ির পেছনের খড়ের পালার মধ্য থেকে একটি ওয়ান শুটারগান ও ১ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় এসআই ব্রজবল্লভ সাধু পরদিন ১৩ নভেম্বর সদর থানায় অস্ত্র আইনে আলমগীরের নামে মামলা দায়ের করে। তদন্ত শেষে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ওই বছরের ১২ ডিসেম্বর আদালতে চার্জশীট দাখিল করে।

দীর্ঘ বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আদালত আসামীকে অস্ত্র আইনের একটি ধারায় ৭ বছর সশ্রম ও অপর ধারায় ১০ বছরের কারাদন্ড প্রদান করে। আসামীকে জেল হাজতে প্রেরন করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরের রমজান আলী

শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত

শিক্ষককের রোষানলে পড়ে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, রমজান আলী (১৩)।

এমন অভিযোগ তুলেছেন তাঁর পিতা আলী হোসেন। এ ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুরের কাগমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। বিষয়টি তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। জানা যায়, ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর কাগমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৯ সালে। বিদ্যালয়ের পাশেই বাড়ি আলী হোসেনের।

ওনার দুই ছেলে। নুরনবী ও রমজান আলী। রমজান আলীর বয়স এখন ১৩ বছর। এ সময় তাঁর ৬ ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার কথা থাকলেও গন্ডি পেরুতে পারেনি প্রাইমারীর। এখন সে ভবঘুরের মত করে ঘুরে বেড়ান। আর পিতার কাজের সহায়তা করে সময় পার করেন। এ ব্যাপারে রমজান আলীর পিতা আলী হোসেন বলেন, আমার বাড়ি বিদ্যালয়ের সামনেই। বিদ্যালয়টি যে সময় প্রতিষ্ঠিত সে সময় আমরা অনেক সহায়তা করেছি। সেই বিদ্যালয়ে এখন আমার ছেলে পড়াতে পারছিনা। তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রহিমের রোষানলে পড়ে আমার ছেলের জীবন আজ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমার ছেলে একদিন বিদ্যালয়ে একটু দুষ্টুমি করেছিল। এরপর ওই শিক্ষক বিদ্যালয় থেকে বের করে দেন। সে থেকে বিদ্যালয় যাওয়া বন্ধ আমার ছেলে রমজানের। এরপরও ২/৩ বার আমার স্ত্রী ও আমি ছেলেকে বিদ্যালয়ে ভর্তি নেওয়ার কথা বলেছি। তারপরও তিনি ভর্তি নেননি।

তিনি আরো বলেন, যে সময় তাঁর বিদ্যালয়ে পড়ার কথা। এখন সে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে না পেরে সারাদিন ভব ঘুরের মত করে ঘুরে বেড়ান আর কোন সময় আমার কাছের সহায়তা করেন। ওই শিক্ষকের রোষানলে পড়ে আজ আমার ছেলে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমি শিক্ষকের অপসারণ দাবী করছি। একই অভিযোগ করেছেন বিদ্যালয়ের পাশের আরেক অভিভাবক ওয়াজ উদ্দিন। সে রিয়াজ হোসেনের পিতা। তিনি বলেন,আমার ছেলেকেও ওই শিক্ষক বিদ্যালয়ে ভর্তি নেননি। আমি অনেকবার চেষ্টা করেও পারেনি ভর্তি করাতে। তিনি প্রশ্ন ছুড়ে দেন গণমাধ্যম কর্মীদের উপর।বলেন,আপনারাই বলেন বাড়ির সামনে বিদ্যালয় থাকতে কেউ ছেলে মাদ্রাসায় ছেলে মেয়ে কে ভর্তি করান। আমাকে সেটাই করতে হয়েছে। আর তা করতে হয়েছে প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিমের কারনে।

তিনি আরো বলেন, তিনি স্থানীয় শিক্ষক হওয়ায় বিদ্যালয়ে দাপট দেখান। ওনার খেয়াল খুশি মত করে বিদ্যালয় চালান। তিনি ওই শিক্ষকের অপসারণ করে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সংশ্লিষ্টদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। তবে এ সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন,বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রহিম। তিনি বলেন, এ সব মিথ্যা কথা। ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্র করছেন বলেও দাবি করেছেন ওই শিক্ষক। এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাকি সালাম বলেন,অনেকেই বিদ্যালয় ছেড়ে মাদ্রায় চলে যাচ্ছেন। আবার অনেকে ফিরে আসছেন। এর জন্য কাকে দোষারোপ করবো। এরপরও বিষয়টি নিয়ে

কোটচাঁদপুরে সাপের কামড়ে কৃষকের মৃত্যু

কোটচাঁপুরে সাপের কামড়ে আব্দুর রাজ্জাক (৫০) নামের এক কৃষের মৃত্যু হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার ১২ টার সময় স্থানীয় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা শুরুর আগেই মারা যান তিনি। সে তালিনা গ্রামের মৃত আব্দুস সামাদ বিশ্বাসের ছেলে।
এলাঙ্গী ইউনিয়নের ইউপি সদস্য কামাল হোসেন বলেন,তখন বেলা ১১ টা বাজে। আব্দুর রাজ্জাক তালিনা গ্রামের মাঠে পেয়ারা গাছে ঔষধ স্প্রে করছিলেন। এ সময় সে সাপের কামড়ের শিকার হন। খবর পেয়ে তাঁর স্বজনরা আব্দুর রাজ্জাক উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক রাফসান রহমান প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ভর্তি করান।
এরপর স্বজনরা তাকে নিয়ে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপরের ওয়াডে নিয়ে যান। এর কিছুক্ষনের মধ্যে সে মারা যান। আব্দুর রাজ্জাক কে জাত সাপে কামড় দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ওই ইউপি সদস্য। আব্দুর রাজ্জাক কোটচাঁদপুরের তালনা গ্রামের মৃত আব্দুস সামাদের ছেলে।
এ ব্যাপারে চিকিৎসক রাফসান রহমান বলেন,সাপে কাটা রোগীটির অবস্থা ভাল ছিল না। তাকে দেখে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে উপরে ওয়াডে পাঠানো হয়।এর কিছুক্ষন পরই তিনি মারা যান বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।
বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ বলেন,ওনার স্বজনা

জানিয়েছেন সাপে কামড় দিয়েছেন আব্দুর রাজ্জাক কে। সে মোতাবেক দেখে চিকিৎসা দেয়া হয়। তবে ঔষধ প্রয়োগের আগেই তিনি মারা যান। তিনি বলেন, সাপের কামড়ে কোন রোগী এতটা খারাপ হয় না। তিনি সাপের কামড়ানোর পর ভয়ে স্ট্রোক করেছেন বলে ধারনা করা হচ্ছে।

ঝিনাইদহে মিন্টু’র মুক্তির দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুর মুক্তির দাবীতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে জেলার সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বাংলাদেশ গণশিল্পী সংস্থা, স্বাধীনতা সাংস্কৃতিক পরিষদ, ঝংকার শিল্পী গোষ্ঠী, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক ফোরাম, কেসি কলেজ থিয়েটার, সচেতন নারী সমাজ, ঝংকার শিল্পী গোষ্ঠী, নবগঙ্গা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, জাগরণ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্যসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে স্বাধীনতা সাংস্কৃতিক পরিষদের আহ্বায়ক দীপ্তি রহমান, যুগ্ম আহ্বায়ক শান্ত জোয়ার্দ্দার, হাসিবুর রহমান শিপন, পৌর স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহানাজ পারভীন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সাংগঠনিক সম্পাদক অমিয় মজুমদার অপু, জাতীয় মহিলা সংস্থার সমস্য নাজমা সাজেদসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।
সেসময় বক্তারা, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টুকে মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে দাবী করে অবিলম্বে তার মুক্তির দাবী জানান।

ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনার হত্যা ঘটনার দায়েরকৃত অপহরণ মামলায় গত ১১ জুন সাইদুল করিম মিন্টুকে আটক করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ। পরে তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

ঝিনাইদহে বিএম সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আশার ব্রাঞ্চ ম্যানেজারদের নিয়ে এসএমএপি প্রকল্পের আওতায় টিএসএস পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দিন ব্যাপী বিএম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার জেলা শহরের এইড কমপ্লেক্সের কনফারেন্স রুমে আশার ডিস্ট্রিক ম্যানেজার হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে বিএম সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আশার ডেপুটি ডিরেক্টর (কৃষি) মোঃ খুরশীদ আলম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডপুটি ডিরেক্টর (কৃষি উইং) আবু সাঈদ, সদরের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আবু সামা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষক ছিলেন ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক ষষ্টি চন্দ্র রায় ও জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ সুব্রত কুমার।

প্রশিক্ষণে বাংলাদেশের কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির সম্ভাবনা ও ব্যাবহার গাভী পালনে বাসস্থান খাদ্য ব্যাবস্থাপনা, পোল্টি খামার ব্যাবস্থাপনা, মাশরুম চাষ, বায়োগ্যাশ, ভার্মি কম্পোষ্ট, কৃষি বিষয়ক ওয়েবসাইট সহ ৩১ জন ব্রাঞ্চ ম্যানেজরাবৃন্দ কৃষকদের কি ভাবে সমস্যার সমাধান দিবে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়।